সর্বোচ্চ ২৪.৫°
সর্বনিম্ন ১১.৬°
শিলিগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ২৬ শতাংশ
মঙ্গলবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ


আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তেরো

প্রয়াত এস পি লেপচাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সিপিএম নেতারা। –সংবাদচিত্র

# প্রয়াত এস পি লেপচা

**শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিএমের দার্জিলিং জেলার প্রাক্তন সম্পাদক এস পি লেপচা প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। সোমবার শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রবীণ এই সিপিএম নেতা দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন। এদিন সকালেই তাঁকে প্রধাননগরের একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হলে তিনি সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শহরের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিনই তাঁর মৃতদেহ দার্জিলিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

পেশায় শিক্ষক এস পি লেপচা দীর্ঘদিন ধরে চা বাগানের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চা বাগানে আন্দোলন করার সময়ই তিনি সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে রাজনীতির ময়দানে প্রবেশ করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯৯ সালে তিনি দার্জিলিং লোকসভার সাংসদ হন। জীবেশ সরকার দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্পাদক হওয়ার আগে এস পি লেপচা দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ওই পদে ছিলেন। তিনি এই মুহূর্তে জেলার প্রবীণতম নেতা ছিলেন। সম্পাদক থাকাকালীনই তিনি বয়সজনিত কারণে নানা অসুখে ভুগছিলেন। সেই কারণে নিজেই সম্পাদক পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। সোমবার তাঁর মরদেহ প্রথমে অনিল বিশ্বাস ভবনে নিয়ে আসা হয়। দলের জেলা সম্পাদক জীবেশ সরকার, মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, মুন্সী নুরুল ইসলাম সহ সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপরই তাঁর মরদেহ তাঁর দার্জিলিংয়ের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৪ তারিখ সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। এজন্য সেদিন দলের সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে বলে জীবেশবাবু এদিন জানিয়েছেন।

# জমি দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে কাওয়াখালিতে

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** রাজ্য সরকার কাওয়াখালিতে অনিচ্ছুকদের জমি ফেরতের সিদ্ধান্ত নিলেও তা শর্ত বিরোধের জেরে আটকে রয়েছে। কিন্তু উপনগরী এলাকাতেই জমি দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স প্রকাশ্যেই গড়ে উঠছে। প্লট তৈরি করে তা লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অধিগৃহীত জমির মধ্যে কীভাবে এক একর জমিতে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে কাওয়াখালি লোকনাথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্তাদের দাবি, পুনর্বাসন হিসাবেই এই এক একর জমি মেলে। তার পজেশন লেটারও রয়েছে। তবে শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) থেকে তাঁরা লিজ যে এখনও পাননি তা সংগঠনটির কোশাধ্যক্ষ মনোজ বিশ্বাস স্বীকার করে নিয়েছেন। এসজেডিএ–র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘অধিগৃহীত জমির অনেকটাই নগরোন্নয়ন দপ্তরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসজেডিএ–র হাতে থাকা জমিতে যদি বেআইনিভাবে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয় সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সিঙ্গুরের পথে হেঁটে রাজ্য সরকার কাওয়াখালিতেও জমি ফেরতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু অনিচ্ছুক ৫২ জনকে জমি ফেরতের ক্ষেত্রে এসজেডিএ কিছু শর্ত আরোপ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে, ফেরত পাওয়া জমি কোনো অবস্থাতেই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে এমন কিছু শর্ত প্রত্যাহারে ঠিকনিকাটা কাওয়াখালি ল্যান্ড ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দাবি তুলেছে। যা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে গত ৩ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারী সংগঠনটির সঙ্গে তাঁদের বৈঠক হয়েছে বলে সৌরভবাবু জানিয়েছেন। কিন্তু ৫২ জনের ক্ষেত্রে যদি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না বলে শর্ত আরোপ করা হয়ে থাকে তবে উপনগরী এলাকাতে কীভাবে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় এক একর জমি কিনে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছজন মিলে ২০০৪ সালে লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ গঠন করেন। কিন্তু ১০০ জনকে জমি রেজিস্ট্রি দেওয়ার পর ওই বছরই উপনগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসজেডিএ জমি অধিগ্রহণ করে। ক্ষতিপূরণ বাবদ এসজেডিএ–র তরফে তাঁদের প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা দিয়েও দেওয়া হয়। অভিযোগ, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পরও লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ (বর্তমানে নাম কাওয়াখালি লোকনাথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি) সম পরিমাণ জমি দখল করে। অভিযোগ, রাজ্য সরকার অনিচ্ছুকদের জমি ফেরতের সিদ্ধান্ত নিতেই ওই এক একর জমিতে মার্কেট গড়ে তোলার জন্য প্লট করে বিক্রি করা হচ্ছে। তবে এই সংগঠনটির কর্তাদের দাবি, বাম জমানাতেই তাঁদের পুনর্বাসন হিসাবে এই জমি দেওয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে পজেশন এবং অ্যালটমেন্ট লেটার আছে বলে তাঁদের দাবি। ফলে মার্কেট গড়ার কাজ শুরু করে তাঁরা কোনো বেআইনি পথে হাঁটছেন না। তবে লিজ সংক্রান্ত কোনো নথি তাঁদের কাছে নেই বলে সোসাইটির কোশাধ্যক্ষ মনোজ বিশ্বাস স্বীকার করে নিয়েছেন। লিজ নথি না থাকলে কী করে তাঁরা জমির মালিকানা দাবি করতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মনোজবাবু বলেন, ‘এসজেডিএ ১৪ বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখলে কি আমরা ব্যবসা বন্ধ করে রাখব?’ সৌরভবাবু জানিয়েছেন, যদি এসজেডিএ–র জমিতে মার্কেট গড়ে ওঠে তবে তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

কাওয়াখালির এই এলাকাতেই জমি দখল করে বাজার গড়ে তোলা হচ্ছে। ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

> **এসজেডিএ–র হাতে থাকা জমিতে যদি বেআইনিভাবে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয় সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
> –সৌরভ চক্রবর্তী
> চেয়ারম্যান, এসজেডিএ

# জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট নিয়ে ফিরলেন দুই শিক্ষক, শিক্ষিকা

**শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি লিট পেয়ে শিলিগুড়ির দুই শিক্ষক–শিক্ষিকা সামসুল আলম ও দূর্বা ব্রহ্ম শিলিগুড়ি ফিরলেন। এদিনই তাঁরা বিমানে বাগডোগরায় নামেন। যে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদেরকে ডি লিট দিয়েছে সেই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে প্রথমে প্রশ্ন উঠেছিল। দুই শিক্ষক–শিক্ষিকা অবশ্য জানিয়েছেন যে, ব্যাংককে তাঁদের হাতে ডি লিট সম্মান তুলে দেওয়া হয়। সেখানে থাকা ও শিলিগুড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁদের কোনো সমস্যাই হয়নি।

জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দূর্বা ব্রহ্ম ও ফাঁসিদেওয়ার মুরলীগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলমকে সাম্মানিক ডি লিট দেওয়ার কথা গত ২৯ ডিসেম্বর তাঁদেরকে ই–মেল মারফত জানানো হয়। ৯ ফেব্রুয়ারি ব্যাংককে তাঁদের ওই সম্মান দেওয়া হবে বলে তাঁদেরকে বলা হয়। সেইমতো ওই দুই শিক্ষক–শিক্ষিকা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তৎকালে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেটের জন্য মহকুমাশাসক সিরাজ দানেশ্বরের কাছে যান। কিন্তু মহকুমাশাসক পুরো বিষয়টি শোনার পর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট দেওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে মহকুমাশাসক গত মাসে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠান। যদিও দূর্বাদেবী এই তদন্তের বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। পুরো বিষয়টি তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন। তাঁরা পুলিশের আইজি–র কাছ থেকে ভেরিফিকেশন সার্টিফিকেট নিয়ে যান। সেইমতো গত ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁরা দুজনই ব্যাংককের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। ৯ তারিখে ব্যাংককে তাঁদেরকে ডি লিট দেওয়া হয়। দূর্বাদেবী বলেন, ‘ডি লিট দেওয়ার পর আমাকে কিছু বলতেও বলা হয়। আমি তখন সেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দুটি কবিতা আবৃত্তি করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে আমাদের ওখানে কোনোরকম অসুবিধাই হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে এনিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ হয়নি।’

সামসুল আলম ও দূর্বা ব্রহ্ম। –সংবাদচিত্র

# অভিভাবকহীন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক জটিলতা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

**শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** সোমবারও উপাচার্য নিয়ে কোনোরকম নির্দেশিকা পৌঁছোল না। ফলে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ায় শনিবারই ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গিয়েছেন প্রাক্তন উপাচার্য সোমনাথ ঘোষ। উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব কে সামলাবেন তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনো নির্দেশিকা না পৌঁছোনোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। কাউকে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সোমবার স্থায়ী উপাচার্যের নাম ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছিলেন শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা। তবে এদিনও তাঁদের কাছে কোনো নির্দেশিকা পৌঁছোয়নি বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার লক্ষ্মীকান্ত পাঁধি। এই পরিস্থিতিতে এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের তদারকিতে আসেন রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা অভিযান (রুশা) প্রকল্পের দুই আধিকারিক। সেই আধিকারিকদের সঙ্গে কে বৈঠক করবেন তা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের মধ্যে। অর্থাৎ উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনই প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিল।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রুশা প্রকল্পের কলকাতা নোডাল দপ্তরের দুই আধিকারিক গোপাল চক্রবর্তী এবং শিশিররঞ্জন পালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। রুশা প্রকল্পে প্রথম দফায় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সেই টাকা কীভাবে খরচ করা হয়েছে তা জানতে চান দুই আধিকারিক। ডামাডোলের পর এদিন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার লক্ষ্মীকান্ত পাঁধি, কলা বিভাগের ডিন সঞ্চারী মুখোপাধ্যায় ওই দুই আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন। অনেক চেষ্টা করেও এদিন রুশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারও ওই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, প্রকল্পের টাকা খরচ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি রুশার প্রতিনিধিরা। বেশ কিছু বিষয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত বিবৃতি চেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রকল্পের টাকা খরচের পদ্ধতি নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে বলে খবর। আধিকারিকদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্পের অনুদান পাবে বিশ্ববিদ্যালয়। সেক্ষেত্রে কী রিপোর্ট জমা পড়ে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এর আগে এক উপাচার্যের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই হয় স্থায়ী উপাচার্যের নাম ঘোষণা হয়েছে নতুবা অস্থায়ীভাবে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যহীন পরিস্থিতি তৈরি হল বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। দ্রুত উপাচার্য নিয়োগের দাবি উঠেছে সব মহলেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক বলেন, এমনিতেই স্থায়ী রেজিস্ট্রার নেই, তার উপর উপাচার্য না থাকায় কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে। কেউ দায়িত্ব নিয়ে কাজও করতে চাইবে না। এদিনই এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বলেন, আমাদের কাছে উপাচার্য নিয়ে কোনো নির্দেশিকা এখনও পর্যন্ত আসেনি

## নার্সিংহোমে ভরতি গৌর চক্রবর্তী

**১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক গৌর চক্রবর্তী গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নার্সিংহোমে ভরতি হয়েছেন। সোমবার তাঁকে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে হঠাৎই বুকে ব্যথা অনুভব করায় গৌরবাবুকে প্রথমে কলেজপাড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে সিপিএম নেতা জীবেশ সরকার, অশোক ভট্টাচার্য সহ অনেকেই গৌরবাবুকে দেখতে নার্সিংহোমে যান।

## সুদীনকুমার মিত্রের শততম জন্মজয়ন্তী

**শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** মাতৃসংঘ জলকল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সুদীনকুমার মিত্রের ১০০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি আশ্রমের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অঙ্কন, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার পাশাপাশি প্রসাদ বিতরণ করা হবে বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

## দরিদ্র ভোজন

**শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** তপন ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা সমিতি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল। সোমবার এ উপলক্ষ্যে সমিতির পক্ষ থেকে মধ্যাহ্নভোজনের পাশাপাশি দুস্থদের মধ্যে ফল বিতরণ করা হয়। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বহারা কলোনিতে আয়োজিত এদিনের মধ্যাহ্নভোজনে প্রায় ৫০০ জন অংশগ্রহণ করেন বলে সমিতির সভাপতি পূর্ণ চক্রবর্তী জানান।

# গীতাঞ্জলি প্রকল্পের ঘর নিয়ে সিন্ডিকেট বরদাস্ত নয়

অরুণ ঝা • ইসলামপুর

**১২ফেব্রুয়ারি ঃ** মুখ্যমন্ত্রীর অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা ইসলামপুর বাইপাস প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ঘোষিত প্রায় ২৪ কোটি টাকার গীতাঞ্জলি প্রকল্পের ঘর নিয়ে সিন্ডিকেট বা দালালচক্র কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না সরকার। এনিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনকে ইতিমধ্যে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে জমিদাতাদের স্বার্থেই প্রকল্পের টাকা পেতে তাদের একটু সময় লাগতে পারে। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে এই কথা জানিয়েছেন গোয়ালপোখরের বিধায়ক তথা পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী গোলাম রব্বানি। পাশাপাশি, তিনি বাইপাসের কাজে বাধাদানকারী বিরোধী নেতাদেরও কোনো রেয়াত না করার হুমকি দিয়েছেন।

গীতাঞ্জলি প্রকল্পে খোদ পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রীর দালালচক্রের ইঙ্গিত রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, সাড়ে ১০ কিলোমিটার বাইপাস প্রকল্পে ১৭০০ জমিদাতার জন্য ৩৪০০ গীতাঞ্জলি প্রকল্পের ঘর নিয়ে জমি দখল শুরু থেকেই ভূরিভূরি অভিযোগ উঠেছে। এমনকি, আদিবাসী মহল্লায় বাসিন্দাদের বিশ্বাস করাতে প্রকাশ্যে প্রশাসনের কর্তাদের বলতে শোনা গিয়েছিল, আপনাদের সরকারি সুবিধা অন্যলোক তুলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনকে সহযোগিতা করে নিজেদেরটা বুঝে নিন। এমনকি, খোদ তৃণমূল পরিচালিত গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এই প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের নামে ঘর নিয়ে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিল। জেলা প্রশাসন সেই সময় অনিয়মের কথা স্বীকার করে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছিল। একইভাবে কাঁঠালবাড়ি এলাকায় স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধেও এলাকার চাষিরাই প্রকল্প নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন। সম্প্রতি, বাইপাস প্রকল্পে মাটি ভরাটের কাজ নিয়ে শাসকদলের একাংশের বিরুদ্ধেই সিন্ডিকেটরাজের অভিযোগ ওঠায় দল যেমন অস্বস্তিতে পড়েছে, তেমনি এলাকায় তীব্র আলোড়ন ছড়িয়েছে। সাড়ে ১০ কিলোমিটার প্রকল্প এলাকা ঘুরে সর্বত্রই গীতাঞ্জলি প্রকল্প নিয়ে জমিদাতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ চোখে পড়েছে। কিছু সংখ্যক এলাকায় প্রশাসন প্রকল্পের দুটি করে ঘরের ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার মধ্যে জমিদাতাদের হাতে মাত্র ৪৯ হাজার টাকার চেক তুলে দিয়েছে। বাকি টাকা কবে বা কখন পাওয়া যাবে তা তাঁদের জানা নেই। তাছাড়া বিস্তীর্ণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ঘরের কোনো টাকাই জমিদাতারা তিন মাস কেটে গেলেও পাননি। এনিয়ে প্রশ্ন উঠছে। খোদ পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের বলঞ্চার সভাস্থলেই রায়পাড়ার গরিব জমিহারারা তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন। যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাইপাসের জমি দখলের কাজ প্রশাসন করতে চাইছে, সেই গতিতে ঘোষিত সরকারি প্রকল্পের রূপায়ণ করা হচ্ছে না কেন–এই প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী গোলাম রব্বানিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘বিরোধী নেতাদের একাংশ চাষিদের ভুল বুঝিয়ে উসকে উন্নয়নের কাজে বাধার চক্রান্ত শুরু করেছে। চাষিদের স্বার্থই তাদের উদ্দেশ্য তদন্ত সাপেক্ষ। সরকার চাইছে প্রকৃত জমিহারা বা ক্ষতিগ্রস্তরাই প্রকল্পের সুবিধা পাক। প্রকল্প ঘিরে সিন্ডিকেটরাজ বা দালালচক্র কোনোভাবেই সরকার বরদাস্ত করবে না। জেলা প্রশাসনকেও এই বিষয়ে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে, প্রকল্পের সার্বিক রূপায়ণে একটু সময় লাগছে।’ উল্লেখ্য, এলাকার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত শাসকদলের অধীনে রয়েছে। ফলে তাদের টেক্কা দিয়ে বাকিদের পক্ষে দালালরাজ চালানো কতটা সম্ভব তা নিয়েও চর্চা তুঙ্গে। পাশাপাশি মন্ত্রীর এই কড়া অবস্থান কাদের সতর্ক করল তা নিয়েও এলাকায় গুঞ্জনের শেষ নেই। কারণ, সম্প্রতি মাটি ভরাটের বরাত পাওয়া সংস্থার পর খোদ তৃণমূলের বাইপাস নির্মাণ কমিটিও চাষিদের শিখণ্ডি বানিয়ে সিন্ডিকেট কায়েম করার চেষ্টার অভিযোগ তুলেছিল।

**ইসলামপুর বাইপাস**

# রাজ্য সরকারের হাতে যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন

শুভময় সান্যাল

**শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** পরিকাঠামো উন্নতির সঙ্গে শহরবাসীকে নিয়মিত আন্তর্জাতিক ম্যাচ দর্শনের সুযোগ দিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন আমূল সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করছে ক্রীড়ামহল। তাদের ইচ্ছায় সায় দিয়ে স্টেডিয়াম কমিটি সোমবার রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের হাতে স্টেডিয়াম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত মহকুমাশাসক সিরাজ দানেশ্বর বলেছেন, ‘সর্বসম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দু–মাস আগেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। প্রথম বৈঠকে আমরা এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ দ্বিতীয়বার বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলাম। জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্তের সম্মতি থাকলেই রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের হাতে উঠবে স্টেডিয়াম।’

স্টেডিয়াম কমিটিতে রাজ্য সরকার মনোনীত সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র পাল, অরূপরতন ঘোষ, জয়দীপ নন্দীরাও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরে কৃষ্ণবাবু বলেছেন, ‘স্টেডিয়ামের আমূল সংস্কার প্রয়োজন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের ছাদ দিয়ে জল পড়ে। স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে কয়েক কোটি টাকা খরচ প্রয়োজন। সবদিক বিবেচনা করেই আমরা এই সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছি।’ কৃষ্ণবাবুদের সঙ্গে সুর মিলিয়েও কাঞ্চনজঙ্ঘায় অবস্থিত ক্রীড়া সংস্থার স্বার্থের কথা তুলে ধরেছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব তথা স্টেডিয়াম কমিটির সদস্য অরূপরতনবাবু। বলেছেন, ‘ভবিষ্যতে নিয়মিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হলে রাজ্য সরকারের কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন অধিগ্রহণ জরুরি। কিন্তু স্টেডিয়াম চত্বরে অনেক ক্রীড়া সংস্থার দপ্তর রয়েছে। তাদের কথাটাও যেন বিবেচনা করা হয়।’ একইরকম প্রস্তাব দিয়েছেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তথা স্টেডিয়াম কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য তাপস সরকার। বলেছেন, ‘একাধিক ক্রীড়া সংস্থার ঘর রয়েছে স্টেডিয়ামে। চূড়ান্ত পদক্ষেপের আগে তাদের দিকটাও যেন মাথায় রাখা হয়।’ ব্যক্তিগতভাবে রাজ্য সরকারের হাতে স্টেডিয়াম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আরও একটু আলোচনা চেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু যাদের হাতে ভোটিং পাওয়ার, তারা সকলেই সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছেন দেখে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

ছবি ঃ সূত্রধর

# রাজ্য ক্যারমে রানার্স শিলিগুড়ির মাম্পি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি ঃ** কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের হলঘরে দার্জিলিং জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থা আয়োজিত রাজ্য র‍্যাংকিং ক্যারমে মহিলাদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা হল না শিলিগুড়ির মাম্পি কোদালিয়ার। আয়োজক সংস্থার অধীনে প্রতিযোগিতায় নেমে ফাইনালে তিনি ২–০ গেমে হেরে যান বীরভূমের কাজল সিংয়ের বিরুদ্ধে। প্রথম রাউন্ডে হেরেছেন দার্জিলিংয়ের জয়া দেববাথ ও অঙ্কিতা সরকার। ভেটারেন্স সিঙ্গলসেও খেতাব হাতছাড়া করেছেন দার্জিলিংয়ের বাদল তামাং। ফাইনালে তাঁকে একই ব্যবধানে হারিয়েছেন বীরভূমের আবুল হাসনাত।

পুরুষদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে হুগলির চন্দন চৌধুরির বিরুদ্ধে ২–১–এ হেরেছেন বাদল। পরে চন্দন একই জায়গার ছোটু মণ্ডলকে ২–১ গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন। পুরুষদের ডাবলসে বাদল সেমিফাইনালে দার্জিলিংয়ের সুভাষ রেশমিকে নিয়ে যান চন্দন–ছোটুর বিরুদ্ধে। ফাইনালে চন্দন–ছোটু ২–১ গেমে জিতেছেন একই জায়গার দীপক চৌধুরি–শুভ সরকারের বিরুদ্ধে। তিনদিনের প্রতিযোগিতাটি গত শনিবার শুরু হয়েছিল।

পুরস্কার তুলে দেন আন্তর্জাতিক ক্যারম ফেডারেশনের কোশাধ্যক্ষ তথা বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের সচিব আশরফ আহমেদ, জেলা ক্যারমের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক নবরতন পারেখ প্রমুখ।